#প্রাকনির্বাচনি_পরীক্ষার_প্রস্তুতির_প্রথম_ক্লাস

#বাংলা_প্রথম_পত্র
শ্রেণি: দ্বাদশ
পাঠ নির্দেশনা #১

অধ্যায়/ বিষয়: গদ্য : আজ আলোচনার বিষয়
: জাদুঘরে কেন যাব : আনিসুজ্জামান (জন্ম ১৯৩৭ -----)
:
এ বিষয়টি একটি প্রবন্ধ:
প্রবন্ধটি পড়লে শিখন ফল কী কী হতে পারে আমরা প্রথমে জেনে নেবো

১ : জাদুঘরের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানতে পারবো
২ : বিভিন্ন দেশের মিউজিয়াম তথা জাদুঘর সম্পর্কে জানতে পারবো
৩ : নানান বিষয়ক জাদুঘরের নামের তালিকা তৈরি করতে পারবো
৪ : জাতীয় জীবনে জাদুঘরের গুরুত্ব ও পরিমাপ করতে পারবো
৫ : প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবো
৬ : নতুন নতুন জাদুঘর পরিদর্শনের আগ্রহ সৃষ্টি হবে
৭ : বিভিন্ন ধরণের জাদুঘরের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবো

এরপর আমরা জানবো রচনার উৎস:

#উৎস "জাদুঘরে কেন যাব" প্রবন্ধটি স্মারক পুস্তিকা " ,ঐতিহ্যায়ন (২০০৩) থেক সংকলিত।

#লেখক পরিচয়/ রচয়িতার পরিচয় খুব মনযোগ সহকারে জানবো
কারণ বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্নের অনেক জ্ঞানমূলক প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে।

#লেখক পরিচিতি : আনিসুজ্জামান (জন্ম ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় । তাঁর পিতার নাম ডা. এ টি এম মোয়াজ্জম মাতার নাম সৈয়দা খাতুন।

#শিক্ষা জীবন: ১৯৫১ সালে ঢাকার প্রিয়নাথ স্কুল থেকে প্রবেশিকা ১৯৫৩ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এ ছাড়াও উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন শিকাগো ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হতে।

#কর্মজীবন: সুদীর্ঘকাল তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগদান করেন বর্তমানে প্রফেসর অব এমিরিটাস হিসাবে আছেন জাতীয় অধ্যাপক ও জাতির অনন্য কৃতীধন্য এ ব্যক্তিত্ব , সমাদৃত প্রিয় মুখ।

#সাহিত্যকর্ম: মূলত গবেষক প্রবন্ধকার ও অনুবাদক সর্বোপরি বাংলাদেশের সংবিধানের বাংলা ভাষায় রূপদানকারী অনন্য কৃতীজন। স্বদেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবী খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ
#মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৯৬৪)
#মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৯৬৯)
#মুনীর চৌধুরী (১৯৭৫)
#স্বরুপের সন্ধানে (১৯৭৬)
#Social Aspects of Endogenous Intellectual Creativity (1979)
#Factory Correspondence and other Bengali Documents in the India Official Library and Records (1981)

#আঠারো শতকের বাংলা চিঠি (১৯৮৩)
#মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৮৩)
#পুরনো বাংলা গদ্য (১৯৮৪)
#মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯৮৮)
#Creativity Reality and Identity (1993)
#Cultural Pluralism (1993)
#Identity. Religion and Recent History (1995)
#আমার একাত্তর ((১৯৯৭)
#মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর (১৯৯৮)
#আমার চোখ (১৯৯৯)
#বাঙালি নারী সাহিত্য ও সমাজে (২০০০)
#পূর্বগামী (২০০১)
#কালনিরবধি (২০০৩)
#বিপুলা পৃথিবী (২০১৫)

#বিদেশি_সাহিত্য_অনুবাদ

#অস্কার ওয়াইল্ডের An Ideal Husbsnd এর বাংলা নাট্যরূপ "আদর্শ স্বামী" (১৯৮২)
#আলেক্স আরবুঝুভের An Old World Comedy এর বাংলা নাট্যরূপ " পুরনো পালা" (১৯৮৮)

আরো অসংখ্য রচনা রয়েছে এককভাবে এবং যৌথ সম্পাদনায়ও। উল্লেখযোগ্য
#বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ (যৌথ: ১৯৬৮)
#রবীন্দ্রনাথ (১৯৬৮)
#Culture and Thought (যৌথ: ১৯৮৩)
#মুনীর চৌধুরী রচনাবলী ১ - ৪ খণ্ড (১৯৮২-- ১৯৮৬)
#বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড (যৌথ: ১৯৮৭)
#অজিত গুহ স্মারক গ্রন্থ (১৯৯০)
#স্মৃতিপটে সিরাজুদ্দীন হোসেন ১৯৯২)
#শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক গ্রন্থ (১৯৯৩)
#নজরুল রচনাবলী (১- -৪ খণ্ড যৌথ ১৯৯৩)
#SAARC: A People's Perspective (১৯৯৩)
#মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রচনাবলী (১ম ও ৩ য় খণ্ড (১৯৯৪-- ১৯৯৫)
#শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা (১৯৯৫)
#নারীর কথা (যৌথ: ১৯৯৪)
#ফতোয়া (যৌথ: ১৯৯৭)
#মধুদা (যৌথ: ১৯৯৭)
#আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী (১ম খণ্ড যৌথ: ২০০১)
#ওগুস্তে ওসাঁর বাংলা ফরাসি শব্দ সংগ্রহ (যৌথ: ২০০৩)
#আইন শব্দ কোষ (যৌথ: ২০০৬)

#পাঠ_পরিচয়

জাদুঘর হচ্ছে সার্বজনীন এক প্রতিষ্ঠান যেখানে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচিত্রতা ও ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ করে রাখা হয়। মূলত তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে:

১ সংরক্ষণ
২ প্রদর্শন

৩ গবেষণা

জাদুঘর কেবল বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিদর্শনগুলো প্রদর্শন করে না , ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেগুলো সংরক্ষণ করাও তার অনন্যতম কাজ। তবে জাদুঘরের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে : (একটু মনযোগ দিয়ে খেয়াল করো)
#যা চমকপ্রদ,
#যা অনন্য ,
#যা লুপ্ত প্রায়,
#যা বিস্ময় উদ্রেককারী
--এমন সব বস্তু সংগ্রহ করে রাখা।

সংগৃহীত নিদর্শন সমূহ হতে জাদুঘরে যথাযথ পরিচিতিসহ এমন আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করা হয় যেন তা থেকে দর্শকরা অনেক কিছু জানতে পারবেন। এ ছাড়াও
আনন্দও উপভোগ করতে পারবেন। জাদুঘরে বক্তৃতা, সেমিনার,চলচ্চিত্র প্রদর্শন সহ আরো অনেক কিছুর আয়োজন করা হয়। এভাবে জাদুঘর ইতিহাস, ঐতিহ্য. বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান ও তথ্যের সঙ্গে জনগনকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রিয় শিক্ষার্থীরা , খুব খেয়াল করো ফ্রান্স ও ব্রিটেন সবার আগে জাদুঘরের মর্যাদা বোঝে বলেই সভ্যতায় ওরা এগিয়ে। তারা নিজেদের যেমন চেনে তেমনি বিশ্বকেও চেনে। আমরা জানি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নানা দেশের নানা নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে । এ সব দেখে অভিন্ন মানব সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হবে সব দেশের মানুষ যা কিছু করেছে সবকিছুর মাঝে আমি আছি। প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানি জাতীয় জাদুঘর জাতি সত্তার পরিচয়ের অনন্য স্মারক। যে যেখানেই যান সে তার নিজের ও জাতিগত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে সহজে। সে নিজস্ব সংস্কৃতির সন্ধান পায়, আত্ম বিশ্বাসের জায়গাটা পোক্ত হয়। জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে আমাদের শক্তি যোগায়, আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করে। আমাদের মনোজগতকে শানিত করে নিঃসন্দেহে জাদুঘর একটি শক্তিশালী ও গুরুত্বপ্রর্ণ সামাজিক সংগঠন। মূল কথা হচ্ছে মানবজাতির আত্মপরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে জাদুঘরের ভূমিকার কথা আলোচ্য প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন প্রবন্ধকার সুললিত গদ্যের যুক্তিনির্ভর প্রত্যয়ে

#পাঠ_বিশ্লেষণ
মিউজিউগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ
আলেকজান্দ্রিয়া
ইউরোপীয় রেনেসাঁস
ফরাসি বিপ্লব
টাওয়ার অব লন্ডন
হার্মিতিয়ে
লুভর মিউজিয়াম
বরেন্দ্র জাদুঘর
বঙ্গবন্ধু জাদুঘর
ঢাকা সামরিক জাদুঘর
জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম
ব্রিটিশ মিউজিয়াম
বলধা গার্ডেন
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

এভাবে অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবে। পাঠটি ভাল করে আত্মস্ত করলে উদ্দীপকের জ্ঞানমূলক অনুধাবনমলক,

প্রয়োগমূলক ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে।

#বিশেষ নির্দেশনা: ভাল করে পড়বে বিস্তর সময় এখন। সময় নষ্ট করো না
যে কোন কিছু জানার থাকলে ফোনও করতে পারো।

মুহাম্মদ রুহুল কাদের
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ চট্টগ্রাম
০১৭১২ ৬১ ৮১ ৬৯

#দ্বাদশ শ্রেণির #প্রাক_নির্বাচনি_পরীক্ষার_প্রস্তুতির_দ্বিতীয়_ক্লাস
বাংলা প্রথম পত্র ক্লাস (২)

বিষয়: আমি কিংবদন্তির কথা বলছি
রচয়িতা: আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
(১৯৩৪--২০০১)

#শিখনফল: এ কবিতাটি পড়ে জানবো
১ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা
২ ঐতিহ্য সচেতন শিকড় সন্ধানী মানুষের প্রতি অনুরাগ
৩ বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাসবোধ সৃষ্টি
৪ মাতৃভূমির প্রতি গভীর অনুরাগ সৃষ্টি
৫ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি
৬ আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারবো।

#রচনার উৎস: কবিতাটি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ " আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কাব্য গ্রন্থের নাম কবিতা।

#কবির পরিচয়:
#আবু_জাফর_ওবায়দুল্লাহ
#জন্ম: ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দেরে ৮ ফেব্রুয়ারি, গ্রাম: বহেরচর ক্ষুদ্রকাঠি , উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল,
#বাবার নাম: আব্দুল জব্বার খান
#শিক্ষা_জীবন ও কর্মজীবন: ইংরেজি সাহিত্যে বি এ (সম্মান) সহ এম এ পাশ করে কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

পরে বাংলাদেশ সরকারের সচিব, ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি ও পানি সম্পদ মন্ত্রী, ১৯৮৪ তে আমেরিকায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, FAO-এর পরিচালক এবং সেখান থেকে অবসর গ্রহণ।

#কবিতায়_উঠে_এসেছে_রাষ্ট্র_ভাষা_আন্দোলন_ও_মুক্তিযুদ্ধ

#সাহিত্য প্রকৃতি:
সাতনরী হার ১৯৫৫

কখনো রং কখনো সুর ১৯৭০
কমলের চোখ ১৯৭৪
আমি কিংবদন্তির কথা বলছি ১৯৮১
সহিষ্ণু প্রতীক্ষা ১৯৮২
প্রেমের কবিতা ১৯৮২
বৃষ্টি ও সাহসী পুরুষের জন্য প্রার্থনা ১৯৮৩
আমার সময় ১৯৮৭
নির্বাচিত কবিতা ১৯৯১
আমার সকল কথা ১৯৯৩
মসৃণ কৃষ্ণ গোলাপ ২০০২
Yellow Sands'Hills:China Through Chinese Eyes
Rural Development: Problems and Prospects
(Tom Hexner এর সঙ্গে যৌথভাবে); Creative Development ;Food and Faith ।বি

#তিনি "পদাবলি"   নামে কবিদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সংগঠনটি আশির দশকে দর্শনীয় বিনিময়ে কবিতা সন্ধ্যার আয়োজন করত।

#পুরস্কার_প্রাপ্তি
#বাংলা একাডেমি পুরস্কার   ১৯৭৯
#একুশে পদক ১৯৮৫

#পাঠ_আলোচনা

"আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতায় কবি ব্যক্ত   করেছেন ঐতিহ্য সচেতন শিকড়সন্ধানী মানুেষের দৃপ্ত ঘোষণা।
বাঙালি সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাস, এই জাতির সংগ্রাম, বিজয় ও মানবিক উদ্ভাসনের চমৎকার অনুষঙ্গসমূহ কবি গভীর

ব্যঞ্জনা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি তাঁর পূর্ব পুরুষের সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে চলেন।কবির বর্ণিত এ ইতিহাস মাটির কাছাকাছি মানুষেরই ইতিহাস; বাংলার ভূমিজীবী অনার্য ক্রীতদাসের লড়াই করে টিকে থাকার বাস্তব ইতিহাস। কবি তাঁর কবিতায় আরো ব্যক্ত করেছেন পরিবারের সকলের ভালোবাসার অনিন্দ্য কথা। সবচেয়ে স্মরণ্য বিষয় মুক্তির পূর্ব শর্ত হচ্ছে যুদ্ধ, যুদ্ধ করেই আমাদের স্বাধীন এক জীবন ও জগৎ সৃষ্টি করে নিতে হবে।
আরেকটু বিস্তার দিতে চাই এ কবিতাটির ভেতরে কোন ধরণের গূঢ় রহস্য অবিচ্ছেদ্যভাবে ক্রিয়াশীল: খেয়াল করো প্রিয় শিক্ষার্থী কবিতাটির আঙ্গিক বিবেচনা, প্রথমেই পাঠক হিসেবে নাড়া দেবে তা হল; একই ধাঁচের বাক্যের বারংবার ব্যবহার। কবি একদিকে "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" পঙক্তিটি বারংবার প্রয়োগ করেছেন, অন্য দিকে "যে কবিতা শুনতে জানে না/ সে---" কাঠামোর পঙক্তিমালার ধারাবাহিক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে #কবিতা আর #মুক্তির আবেগকে তিনি একত্রে শিল্পরূপ প্রদান করেছেন। আমরা আরো খেয়াল করবো কবিতায় "কিংবদন্তি" শব্দবন্ধটি আমাদের চেতনায় ঐতিহ্যের প্রতীকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি এই নান্দনিক কৌশলের

সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়েছেন চিত্রকল্পের অনিন্দ্য   রূপকল্প যা গভীরভাবে সঞ্চারিত হয়ে অন্তর্গত স্পন্দনে।
#কবিতার সার্থকতা: আমরা জানি একটি কবিতার শিল্পত্ব অর্জনের পূর্বশর্ত হলো হৃদয়স্পর্শী চিত্রকল্পের যথোপযুক্ত ব্যবহার। চিত্রকল্প হলো এমন শব্দছবি যা কবি গড়ে তোলেন এক ইন্দ্রিয়ের
কাজ অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে করিয়ে কিংবা একাধিক ইন্দ্রিয়ের সম্মিলিত আশ্রয়ে; আর তা পাঠক হৃদয়ে সংবেদনা জাগায় ইন্দ্রিয়াতীত বোধের প্রকাশমঞ্জরীতে।
"#চিত্রকল্প নির্মাণের আরেকটি শর্ত হলো "অভিনবত্ব" । এ সকল মৌল শর্ত পূরণ করেই এ কবিতার চিত্রকল্প নির্মাণ পেয়েছে

নান্দনিকভাবে।
কবি যখন উচ্চারণ করেন " কর্ষিত জমির প্রতিটি শষ্যদানা কবিতা"; তখন জমির দানা আর কবিতার শব্দখেলা যেন অনন্য রূপকল্প তৈরি করে এক ইন্দ্রিয় হতে ইন্দ্রিয়াতীত দ্যোতনার সঞ্চরণ ঘটে। সার্বিক বিবেচনায় কবিতাটি বিষয় ও আঙ্গিক নিপূণতায় বাংলা কাব্য সাহিত্যের নন্দন অঞ্চলে সন্দেহাতীতভাবে একটি পাঠ আনন্দনের সৌকর্য সংযোজন।

#ছন্দ: কবিতাটি গদ্য ছন্দে রচিত

#সৃজনশীল প্রশ্ন
#উদ্দীপকটি_পড়_এবং_বাসায়_চর্চা_করো

নদীর দুপাশে ঘন গাছগাছালি
ছায়ায় সুনিবিড় যেমন
মনে হতো ছাতা মাথায় দিয়ে বয়ে চলেছে
নীরব নদীর জল
আমার নরম নরম কাঙ্ক্ষিত প্রেমহৃদয়
তখন সঙ্গে চলে নিঃসঙ্গ জলোমন

ক) কবির পূর্বপুরুষের করতলে কিসের সৌরভ ছিল
খ)"ভালোবাসা দিলে মা মরে যায়" বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?
গ) উদ্দীপকে উদ্ধৃত "নীরব নদীর জল" এবং কবিতায় উচ্চারিত " পলিমাটির সৌরভ" একই অর্থ বহন করে কি না আলোচনা কর।
ঘ) উদ্দীপকটিতে "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি" কবিতার রূপ প্রকাশ করে কি? বিশ্লেষণ কর।

#বিশেষ_নির্দেশনা: জেনে রেখো #পড়ালেখার_সাথে_যত_গভীর_সম্পর্ক_রাখবে_ততই_জীবনের_সফলতা_তোমাকে_ছুঁয়ে_দেবে"

#প্রয়োজনে
০১৭১২ ৬১৮১৬৯
#লেখস্বত্ব_সংরক্ষিত
#রুহু_রুহেল
#দুই_মে_২০২০